

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com



এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

দশম বর্ষ, সংখ্যা : ১৪, সাপ্তাহিক ৫ জুলাই ২৬, রবিবার Khabarer Ghanta, Bengali weekly, 05 July. 26, Sunday, Siliguri, Vol. 10, Issue 14, Rs. 2

উত্তরবঙ্গে কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর, দুর্নীতিতে জড়িতদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেজ



নিজস্ব প্রতিবেদন : চুরি-দুর্নীতিতে জড়িতদের জন্য কড়া সতর্কবার্তা! অফিসে না এলে পদত্যাগ করুন, জনসেবায় গাফিলতি বরদাস্ত নয়; উত্তরবঙ্গ সফরে স্পষ্ট বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর। শুক্রবার উত্তরবঙ্গ সফরে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উন্নয়ন, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং দুর্যোগ মোকাবিলা নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিক। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুরসভা, কর্পোরেশন, পঞ্চায়েত ও জিটিএ-সহ যে কোনও সরকারি প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি, চুরি বা অনিয়মে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যাঁরা নিয়মিত অফিসে আসছেন না, তাঁদের হয় দায়িত্ব পালন করতে হবে, নয়তো পদ ছেড়ে দিতে হবে। সাধারণ মানুষের পরিষেবায় কোনও রকম অবহেলা বরদাস্ত করা হবে না বলেও তিনি স্পষ্ট জানান। তিনি আরও বলেন, উত্তরবঙ্গের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুত শেষ করার পাশাপাশি অতিবৃষ্টির কারণে সম্ভাব্য বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। সিভিল ডিফেন্স, এনডিআরএফের পাশাপাশি অতিরিক্ত প্রায় ৪০০ পুলিশ সদস্যের বিশেষ দল প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যাতে প্রয়োজনে দ্রুত উদ্ধার ও ত্রাণকাজ চালানো যায়।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, কোচবিহার ও সংলগ্ন এলাকায় বন্যার আশঙ্কা বেশি থাকায় আগাম পরিকল্পনা করা হয়েছে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক ভবনকে আরও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। উন্নয়নের কাজে কোনও ধরনের গাফিলতি বা বিলম্ব সহ্য করা হবে না বলেও তিনি প্রশাসনকে কড়া বার্তা দেন।

বাগডোগরা সংলগ্ন এলাকায় আইআইটি ও এইমস গড়ে ওঠা নিয়ে আশার ইঙ্গিত



নিজস্ব প্রতিবেদন : উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হলো গুরুত্বপূর্ণ দিশা বৈঠক। কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির বাধা স্তবায়ন, জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয় বৈঠকে। একই সঙ্গে বাগডোগরা সংলগ্ন এলাকায় আইআইটি ও এইমস গড়ে ওঠার সম্ভাবনা নিয়ে আশাব্যঞ্জক ইঙ্গিত দেন কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন।

শিলিগুড়ি গেস্ট হাউসে আয়োজিত জেলা উন্নয়ন সমন্বয় ও পর্যবেক্ষণ কমিটির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ

রাজু বিস্ত, কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক, মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিক এবং বিভিন্ন সরকারি দফতরের প্রতিনিধিরা। বৈঠকে দার্জিলিং, কালিম্পং, শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া ও নকশালবাড়ি এলাকার বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

আলোচনায় গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ, পানীয় জল সরবরাহ, আবাসন প্রকল্প, ভূমির পাট্টা প্রদান এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উন্নয়নমূলক কর্মসূচির বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি প্রকল্প বাধা স্তবায়নের পথে থাকা প্রশাসনিক ও পরিকাঠামোগত বিভিন্ন সমস্যাও চিহ্নিত করে তা দ্রুত সমাধানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বৈঠক শেষে সাংসদ রাজু বিস্ত জানান, সংশোধিত কর্মসংস্থান প্রকল্পে কাজের দিন ও মজুরি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

তাঁর দাবি, দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার বহু শ্রমিক এই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। একই সঙ্গে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ভুলো জব কার্ড শনাক্ত করে বাতিল করার কাজও করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, উত্তরবঙ্গে উচ্চশিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করতে বাগডোগরা সংলগ্ন এলাকায় আইআইটি ও এইমস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উপযুক্ত জমি চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া চলছে। যদিও এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি, তবে এই উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এদিনের বৈঠকে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে আরও দ্রুত, স্বচ্ছ ও কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি অন্তর্পূর্ণা যোজনার উপভোক্তাদের হাতে আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়া হয়, যা প্রশাসনের জনমুখী উদ্যোগেরই প্রতিফলন।

যানজট কমাতে

কাঞ্চনজঙ্ঘা মেলা মাঠে পার্কিং হাবের পরিকল্পনা



নিজস্ব প্রতিবেদন : শিলিগুড়ির ক্রমবর্ধমান যানজটের স্থায়ী সমাধানে নতুন উদ্যোগ নিল প্রশাসন। শহরের প্রাণকেন্দ্রে পার্কিং সমস্যার সমাধানে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা মাঠকে আধুনিক পার্কিং হাব হিসেবে গড়ে

তোলার পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা সরেজমিনে এলাকা পরিদর্শন করে সম্ভাব্য পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। শহরের যানজট ও পার্কিং সংকট মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা মাঠকে একটি পরিকল্পিত পার্কিং হাব হিসেবে গড়ে তোলায় উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। সেই লক্ষ্যে মঙ্গলবার মাঠ পরিদর্শন করেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের ডিসিপি কাজী শামসুদ্দিন আহমেদ, শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার বীর বিক্রম রায়, শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কুস্তল গোস্বামী, বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধি রাজু সাহা-সহ সংশ্লিষ্ট দফতরের একাধিক আধিকারিক।

প্রশাসনের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, শহরের ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলাকাগুলিতে পর্যাপ্ত পার্কিংয়ের অভাবে বহু যানবাহন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। এর ফলে যান চলাচল ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি প্রতিদিনই তীব্র যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। এই সমস্যা কমাতেই কাঞ্চনজঙ্ঘা মেলা মাঠকে একটি সুসংগঠিত পার্কিং জোন হিসেবে ব্যবহারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পরিদর্শনের সময় মাঠের ধারণক্ষমতা, যানবাহনের সহজ প্রবেশ ও বের হওয়ার ব্যবস্থা, নিরাপত্তা, আলোকসজ্জা এবং সামগ্রিক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট দফতরগুলি খুব শীঘ্রই একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে শিলিগুড়ির অন্যতম ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলাকা বিধান মার্কেট-সহ আশপাশে আসা ক্রেতা, সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের জন্য পার্কিংয়ের সুবিধা অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে। একই সঙ্গে শহরের যানজট নিয়ন্ত্রণ ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর করে তুলতে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করছে প্রশাসন।



KHABARER GHANTA

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী : জ্যোৎস্না আগরওয়াল (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস (সিভিল ইঞ্জিনিয়ার), অশোক রায় (গভিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুষ্পজিৎ সরকার (শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট), ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরবঙ্গ পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

মেসি-রোনাল্ডোকে সঙ্গী করেই মাঠে নামছে খুদে ফুটবলাররা!



সম্পাদকীয় ইতিবাচকতার পথেই এগিয়ে চলি

চারপাশে প্রতিদিন অসংখ্য নেতিবাচক ঘটনার ভিড়ে অনেক ভালো কাজই আড়ালে থেকে যায়। অথচ সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায় সেই মানুষগুলিই, যারা নীরবে সেবা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পরিবেশ রক্ষা কিংবা মানবিকতার আলো জ্বালিয়ে চলেছেন।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে, ইতিবাচক সংবাদ মানুষের মনে আশা, আস্থা ও অনুপ্রেরণা জাগায়। তাই আমাদের প্রচেষ্টা শুধু খবর পরিবেশন নয়, সমাজের ভালো উদ্যোগ ও সাফল্যের গল্প পাঠকের সামনে তুলে ধরা। আসুন, আমরা সবাই মিলে ইতিবাচক চিন্তা ও মানবিক মূল্যবোধকে আরও শক্তিশালী করি। কারণ, একটি ভালো খবরও সমাজে নতুন আশার আলো ছড়িয়ে দিতে পারে।

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন বিশ্বকাপ ফুটবলের উন্মাদনায় শিলিগুড়িতেও ফুটবলপ্রেমীদের বাড়তি উৎসাহ।

মেসি, রোনাল্ডো, নেইমারের প্রতিকৃতি-খচিত ফুটবল গার্ড এখন খুদে খেলোয়াড়দের প্রথম পছন্দ।

স্নানযাত্রার শুভক্ষণে উদ্বোধন হল 'স্পোর্টস জংশন' ও নতুন জিম সেন্টার, লক্ষ্য ক্রীড়া সংস্কৃতির প্রসার।

ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলের আবেহে এখন গোটা বিশ্বের মতো শিলিগুড়িতেও ফুটবল জ্বর তুঙ্গে। মেসি, রোনাল্ডো, নেইমারের নাম এখন ফুটবলপ্রেমীদের মুখে মুখে। আর সেই উন্মাদনাকেই নতুন মাত্রা দিয়েছে এক অভিনব উদ্যোগ। মাঠে খেলতে নামার আগে অনেক খুদে ফুটবলার এখন পায়ে পরে নিচ্ছে ফুটবল গার্ড, যার উপর রয়েছে তাঁদের প্রিয় তারকাদের প্রতিকৃতি।

এই বিশেষ ফুটবল গার্ড এখন পাওয়া যাচ্ছে শিলিগুড়ি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের বিপরীতে সোমবার উদ্বোধন হওয়া 'স্পোর্টস জংশন'-এ। জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার শুভ দিনে পূজো ও যজ্ঞের মধ্য দিয়ে নতুন এই ক্রীড়া সামগ্রীর দোকানের যাত্রা শুরু হয়। মেসি, রোনাল্ডো ও নেইমারের ছবি-সংবলিত প্রতিটি ফুটবল গার্ডের দাম রাখা হয়েছে মাত্র ৬০/৭০ টাকা।

থাইল্যান্ডে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সোনা জয়ী স্ট্রেংথ লিফটার পায়ের বর্মন জানান, শুভ দিনে এই উদ্যোগ শুরু করতে পেরে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত। তাঁর কথায়, স্পোর্টস জংশনে টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট, ফুটবল-সহ বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া সামগ্রী যুক্তিসঙ্গত মূল্যে এবং

ভালো মানের পাওয়া যাবে। তাঁদের লক্ষ্য, খেলাধুলার প্রতি নতুন প্রজন্মকে আরও বেশি উৎসাহিত করা।

জাতীয় স্তরের স্ট্রেংথ লিফটিং পদকজয়ী খুদে ক্রীড়াবিদ আস্থা লাহিড়ী জানায়, বিশ্বকাপের আবেহে মেসি, নেইমার ও রোনাল্ডোর প্রতিকৃতি-খচিত ফুটবল গার্ডের চাহিদা বাড়ছে। তাই খে লোয়াড়দের পছন্দের কথা মাথায় রেখে ই এই সামগ্রী রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে সে বর্তমান প্রজন্মকে ফাস্ট ফুডের অভ্যাস কমিয়ে নিয়মিত শরীরচর্চা ও খে লাধুলায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানায়।

বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী, আন্তর্জাতিক স্ট্রেংথ লিফটার এবং আস্থার মা শর্মিষ্ঠা লাহিড়ী জানান, স্পোর্টস জংশনের পাশাপাশি ভারত নগরে তরুণ তীর্থ ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় একটি আধুনিক জিম সেন্টারও চালু করা হয়েছে। তাঁর কথায়, এই দুই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হল ক্রীড়া সংস্কৃতির প্রসার, সুস্থ জীবনযাত্রার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করা।

উল্লেখ্য, শর্মিষ্ঠা লাহিড়ী ও পায়ের বর্মন; দু'জনেই আন্তর্জাতিক স্তরের স্ট্রেংথ লিফটার। নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে ক্রীড়াক্ষেত্রে নিজেদের সাফল্যের পাশাপাশি সমাজে শরীরচর্চার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন উপস্থিত সকলে। জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার মতো শুভ দিনে তাঁদের এই ব্যতিক্রমী প্রয়াস ক্রীড়াপ্রেমী মহলে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

জগন্নাথের স্নানযাত্রায় মহানন্দা আরতি, নদী বাঁচানোর বার্তা শিলিগুড়িতে



নিজস্ব প্রতিবেদক স্নানযাত্রা ও জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে মহানন্দার তীরে ভক্তি ও পরিবেশ সচেতনতার অনন্য উদ্যোগ। মহানন্দা আরতির মধ্য দিয়ে নদী সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরলেন বিশিষ্টজনেরা। অবৈধ বালি উত্তোলন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ, প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি মহানন্দা বাঁচাও

কমিটির।

জগন্নাথদেবের পবিত্র স্নানযাত্রা এবং জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাকে সামনে রেখে সোমবার শিলিগুড়ির মহানন্দা নদীর তীরে এক ব্যতিক্রমী কর্মসূচির আয়োজন করে মহানন্দা বাঁচাও কমিটি এবং নমামি গঙ্গে। মহানন্দা আরতির মাধ্যমে নদীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার পাশাপাশি পরিবেশ ও নদী সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরা হয় উপস্থিত সকলের সামনে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবী নিধুভূষণ দাস বলেন, জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা আমাদের শুধু ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত করে না, প্রকৃতি ও জলসম্পদ রক্ষার

দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, জলই জীবনের মূল ভিত্তি এবং নদীকে রক্ষা করা মানে আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত রাখা। আধ্যাত্মিক চেতনা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে তিনি নদী সংরক্ষণে সামাজিক অংশগ্রহণের উপর জোর দেন। অন্যদিকে, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও পরিবেশপ্রেমী জ্যোৎস্না আগরওয়ালা মহানন্দা নদীকে ঘিরে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, সম্প্রতি মহানন্দা নদীর চর এবং মহানন্দা সেতুর সংলগ্ন এলাকা থেকে একটি চক্র নিয়মিতভাবে বালি সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে তাঁদের নজরে এসেছে। তাঁর দাবি, এভাবে অবৈধ বালি উত্তোলন চলতে থাকলে

নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তেমনই সেতুর নিরাপত্তার ওপরও বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। তিনি আরও জানান, বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে মহানন্দা বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।

ধর্মীয় আচার, পরিবেশ সচেতনতা এবং নদী রক্ষার সামাজিক অঙ্গীকার; এই তিনের সমন্বয়ে মহানন্দার তীরে এদিনের কর্মসূচি এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। উপস্থিতদের বার্তা ছিল একটাই; নদী শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ নয়, সভ্যতা ও জীবনের ধারক। তাই নদী রক্ষা করা আমাদের সকলের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব।

ভক্তির আবহে নরোত্তম গৌড়ীয় মঠে জগন্নাথের ৪১তম স্নানযাত্রা উৎসবের সূচনা



নিজস্ব প্রতিবেদক : শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ায় ধর্মীয় ভাবগায়ত্রীর্থে পালিত হল প্রভু জগন্নাথদেবের পবিত্র স্নানযাত্রা।

৪১তম বর্ষের এই উৎসবকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে একাধিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি।

সকলের সুখ, শান্তি ও ভক্তির বিকাশের কামনায়

উৎসবে शामिल হলেন অসংখ্য ভক্ত।

শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ায় অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী শ্রী শ্রী নরোত্তম গৌড়ীয় মঠে সোমবার গভীর ভক্তি, নিষ্ঠা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হল প্রভু শ্রী শ্রী জগন্নাথদেবের ৪১তম স্নানযাত্রা মহোৎসব। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই মঠে প্রতি বছরের মতো এ বছরও বিপুল উৎসাহে ভক্তদের উপস্থিতিতে স্নানযাত্রার শুভ সূচনা হয়।

বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, বিশেষ পূজা ও মহাস্নানের মধ্য দিয়ে শ্রী শ্রী জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার স্নানযাত্রা সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভক্তরা প্রার্থনা, নামসংকীর্তন ও ভজনের মাধ্যমে এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশের সাক্ষী থাকেন।

মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ভক্তিনিলয় জনার্দন মহারাজ বলেন, ক্ষুজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা আমাদের ভক্তি, আত্মশুদ্ধি এবং মানবসেবার শিক্ষা দেয়। প্রভুর কৃপায় সকলের জীবনে শান্তি, সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হোক; এই প্রার্থনাই আমাদের। ধর্মীয় উৎসবের প্রকৃত তাৎপর্য মানুষের মধ্যে প্রেম, সম্প্রীতি ও ঈশ্বরচেতনা জাগিয়ে তোলা।

মঠ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, স্নানযাত্রাকে কেন্দ্র করে আগামী কয়েক সপ্তাহ ধরে একাধিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গুপ্তচন্দন লীলা, রথযাত্রা, রথমেলা, প্রসাদ বিতরণ, দীক্ষা অনুষ্ঠান, উল্টো রথ, পুনর্যাত্রা এবং গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে পাঠ, কীর্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ। রথযাত্রার দিন দুপুর থেকে (রাত পর্যন্ত ভক্তদের জন্য প্রসাদ বিতরণেরও ব্যবস্থা থাকবে।

মঠের পক্ষ থেকে সকল ভক্ত ও সাধারণ মানুষকে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আন্তরিক আহ্বান জানানো হয়েছে। ভক্তদের বিশ্বাস, জগন্নাথদেবের আশীর্বাদে সমাজে শান্তি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা আরও সুদৃঢ় হবে।

‘শিব জ্ঞানে জীব সেবা’; চিকিৎসক দিবসে মানবসেবার বার্তা ডাঃ সোমজিৎ চ্যাটার্জীর



নিজস্ব প্রতিবেদক ‘শিব জ্ঞানে জীব সেবা’; এই আদর্শই একজন চিকিৎসকের প্রকৃত পরিচয়। জাতীয় চিকিৎসক দিবসের প্রাক্কালে মানবিক চিকিৎসা পরিষেবার গুরুত্ব তুলে ধরে এমনই বার্তা দিলেন শিলিগুড়ির বিশিষ্ট দস্ত বিশেষজ্ঞ ডাঃ সোমজিৎ চ্যাটার্জী।

১ জুলাই জাতীয় চিকিৎসক দিবস। এই দিনেই জন্মগ্রহণ করেন এবং পরলোকগমন করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়। তাঁর অসামান্য চিকিৎসা পরিষেবা, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজ গঠনে অনন্য অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই প্রতি বছর ১ জুলাই সারা দেশে জাতীয় চিকিৎসক দিবস পালন করা হয়।

চিকিৎসক দিবস উপলক্ষে শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট দস্ত বিশেষজ্ঞ ডাঃ সোমজিৎ চ্যাটার্জী বলেন, ক্ষুশিব জ্ঞানে জীব সেবাক্ষু-র আদর্শই একজন চিকিৎসকের জীবনের মূল মন্ত্র হওয়া

উচিত। মানুষের সেবা, সহমর্মিতা এবং দায়িত্ববোধই চিকিৎসা পেশাকে মহৎ করে তোলে। তিনি বলেন, একজন চিকিৎসক শুধু রোগের চিকিৎসাই করেন না, তিনি মানুষের আশা-ভরসারও প্রতীক।

ডাঃ সোমজিৎ চ্যাটার্জী উত্তরবঙ্গের কিংবদন্তি চিকিৎসক প্রয়াত ‘কালু ডাক্তার’-এর পৌত্র। কালু ডাক্তারকে অনেকেই ‘উত্তরবঙ্গের বিধান রায়’ নামে চিনতেন। পাশাপাশি ডাঃ সোমজিৎ চ্যাটার্জী দীর্ঘদিন ধরে শিলিগুড়ির রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন সেবামূলক চিকিৎসা কার্যক্রমের সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন। তাঁর মতে, স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই প্রকৃত চিকিৎসকের ধর্ম।

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের জীবন ও কর্ম আজও চিকিৎসক সমাজের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর মানবিক মূল্যবোধ, কর্মনিষ্ঠা এবং চিকিৎসাকে জনসেবার মাধ্যম হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। জাতীয় চিকিৎসক দিবসে তাঁর আদর্শকে স্মরণ করে সমাজের প্রতিটি চিকিৎসকের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানানোই এই দিনের মূল তাৎপর্য।

ভক্তির আবহে শিলিগুড়ি ইসকনে জগন্নাথের স্নানযাত্রা মহোৎসব



নিজস্ব প্রতিবেদন
: ভক্তি, মন্ত্রোচ্চারণ ও
কীর্তনে মুখরিত
শিলিগুড়ি ইসকন
মন্দির।

১০৮ কলসির
পবিত্র জল দিয়ে
সম্পন্ন হল প্রভু
জগন্নাথ, বলরাম ও
সুভদ্রার মহাস্নান।

স্নানযাত্রার পর
শুরু হল ভগবানের ১৫ দিনের 'অনবাসর' লীলা, ভক্তদের জানানো হল রথযাত্রার
শুভেচ্ছা।

প্রতি বছরের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এ বছরও উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি ইসকন
মন্দিরে গভীর ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও ভক্তিময় পরিবেশে পালিত হল প্রভু জগন্নাথদেবের
পবিত্র স্নানযাত্রা মহোৎসব। সোমবার বিকেল ৪টায় মন্দির প্রাঙ্গণে বৈদিক রীতি
অনুসারে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে প্রভু জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিশেষ পূজা
সম্পন্ন হয়। এরপর শাস্ত্রবিধি মেনে ১০৮টি কলসিতে বিভিন্ন তীর্থের পবিত্র জল ও
অন্যান্য পূজার উপকরণ দিয়ে দেবতাদের মহাস্নান করানো হয়। এই বিশেষ আচার
প্রত্যক্ষ করতে বহু ভক্ত মন্দিরে উপস্থিত হন। কীর্তন, ভজন ও ভক্তিমূলক সঙ্গীতে
দিনভর উৎসবের আবহে মুখর হয়ে ওঠে গোটা মন্দির চত্বর।

শিলিগুড়ি ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক নামকৃষ্ণ দাস জানান, স্নানযাত্রা
উৎসবের মূল উদ্দেশ্য সকলের সুখ, শান্তি, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করা। পাশাপাশি
সমাজে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ আরও সুদৃঢ় হোক; এই প্রার্থনাও করা হয়।

ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, স্নানযাত্রার পর ভগবান অসুস্থ লীলায় অবতীর্ণ হন। সেই
कारणे आगामी १५ दिन मन्दिरের পাট বন্ধ থাকবে এবং এই সময় ভগবানকে বিভিন্ন
ভেষজ ও ঔষধি নিবেদন করা হবে। এরপর রথযাত্রার দিন পুনরায় ভক্তদের দর্শন
দেবেন মহাপ্রভু।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকল ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শিলিগুড়ি
ইসকনের সভাপতি স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয় দাস এবং জনসংযোগ আধিকারিক নামকৃষ্ণ
দাস সকলকে স্নানযাত্রা ও আসন্ন রথযাত্রার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। ভক্তদের
স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এবারের স্নানযাত্রাও এক অনন্য ভক্তিময় পরিবেশের সাক্ষী
হয়ে থাকল।

অনুপ্রেরনা

ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন
করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধু নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত
অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি।
আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা
ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন :
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের
চেষ্টি আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক
কাজ হচ্ছে, যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ
আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই
শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের
মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখ
ছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য :
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

আমাদের অঙ্গীকার

সংবাদপত্র শুধু খবর দেয় না, দিকনির্দেশও দেয়।

আমাদের অঙ্গীকার--

সত্যপ্রকাশ,
সমাজের গঠনমূলক খবর তুলে ধরা,
তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করা,
স্থানীয় প্রতিভাকে সামনে আনা।

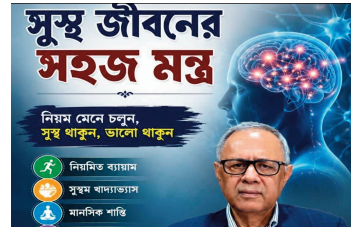
আমরা বিশ্বাস করি, একটি ইতিবাচক সংবাদ অনেক সময় একটি পরিবারের
মনোবল বাড়িয়ে দিতে পারে। একটি সঠিক তথ্য একজন নাগরিককে সচেতন করে
তুলতে পারে।

খবরের ঘন্টা থাকবে মানুষের পাশে--সততা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে

বাপি ঘোষ

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

সুস্থ জীবনের সহজ মন্ত্র শোনালেন নিউরোসার্জন ডাঃ মলয় চক্রবর্তী



করে সংবাদপত্র পড়ার অভ্যাস গড়ে
তুলুন। প্রতিদিন একটি করে আপেল
খাওয়ার পাশাপাশি খাদ্যতালিকায় পর্যাপ্ত
শাকসবজি, ডাল ও মাছ রাখুন। রাতের
খাবার যতটা সম্ভব অল্প পরিমাণে গ্রহণ
করুন এবং কার্বেহাইড্রেটযুক্ত খাবার কম
খাওয়ার চেষ্টা করুন। ডাঃ চক্রবর্তীর
মতে, প্রতিদিন অন্তত ৪৫ মিনিট হাঁটা
শরীরকে সক্রিয় ও সুস্থ রাখতে অত্যন্ত
কার্যকর। একই সঙ্গে মানুষের কথা বেশি
শুনতে হবে, নিজে তুলনামূলক কম কথা
বলতে হবে এবং অযথা কোনও বিষয়ে
তড়িঘড়ি প্রতিক্রিয়া না দেখানোই
বুদ্ধিমানের কাজ।

নিজস্ব প্রতিবেদক সুস্থ থাকতে
সবসময় দামি ওষুধ নয়, প্রয়োজন সঠিক
জীবনযাপন। খাদ্যাভ্যাস, ঘুম, শরীরচর্চা
ও মানসিক নিয়ন্ত্রণ; এই চার স্তরের
উপরেই গড়ে ওঠে সুস্থ জীবন। এমনই
কিছু কার্যকর পরামর্শ দিলেন শিলিগুড়ি
তথা উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট নিউরোসার্জন
ডাঃ মলয় চক্রবর্তী।

ফুলবাড়ির থ্যালামাস ইনস্টিটিউট
অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এর প্রধান
কর্ণধার ডাঃ মলয় চক্রবর্তী বলেন, সুস্থ
ও দীর্ঘায়ু জীবনের জন্য দৈনন্দিন জীবনে
কয়েকটি সহজ অভ্যাস গড়ে তোলাই
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, অল্পে
সম্পূর্ণ থাকতে শেখা মানসিক শান্তির
অন্যতম চাবিকাঠি।

তিনি পরামর্শ দেন, প্রতিদিন নিয়ম

তিনি আরও বলেন, সুস্থ জীবনের
জন্য পর্যাপ্ত ঘুমের বিকল্প নেই। তাই রাত
১০টা থেকে সাড়ে ১০টার মধ্যে ঘুমিয়ে
পড়া এবং ভোর ৫টা থেকে সাড়ে ৫টার
মধ্যে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস গড়ে
তুললে শরীর ও মন; দুটিই ভালো
থাকবে।

ডাঃ মলয় চক্রবর্তীর কথায়, সুস্থ
থাকার মূলমন্ত্র লুকিয়ে রয়েছে নিয়মিত,
সংযমী ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের
মধ্যেই।